96

তারিখ JUL 5 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রথম আলো

দুর্নীতির দায়ে দুই শতাধিক মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি প্রত্যাহার

মহল বিশেষের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা

ইব্রাহিম আজাদ

নীতিমালা লঙ্ঘন করায় ও ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত দুই শতাধিক মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি (মান্থলি পে অর্ডার) সরকার সাময়িকভাবে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই কারণে শতাধিক বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক স্কুলের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল 'সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে' বলে ব্যাপক বিরূপ প্রচারণায় নেমেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সরকারি অনুদান ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রায় ১৫ হাজার মাদ্রাসার মধ্যে অনেক মাদ্রাসার কোনো অস্তিত্বই নেই। কোনো কোনো মাদ্রাসা থাকলেও ছাত্রের তুলনায় শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যাই অধিক। আবার কোনো কোনো মাদ্রাসায় প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর স্তর, যেমন দাখিল পর্যায়ের (মাধ্যমিক) মাদ্রাসায় আলিম স্তর (উচ্চ মাধ্যমিক) রাখা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মাদ্রাসা সরকারি নিয়মনীতি ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে প্রতিবছর লাখ লাখ টাকার সরকারি অনুদান লোপাট করছে সংশ্লিষ্ট একটি স্বার্থান্বেষী চক্র। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও তা প্রমাণিত হয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে 'নিয়মনীতি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি প্রত্যাহার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লজ্জনকারী ও ভুয়া মাদ্রাসা চিহ্নিত করতে সরকার '৯৮ সালের জুলাইয়ে সরকারি অনুদান ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল মাদ্রাসা জরিপের উদ্যোগ নেয়। এজন্য দেশের মোট ৪৬০টি থানার নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে প্রতি থানায় তিন সদস্যের একটি পরিদর্শন টিম গঠন করে। কমিটির অপর দুসদস্য হলেন, থানা প্রকৌশলী (ফ্যাসিলিটিজ) এবং থানা শিক্ষা অফিসার। ওই কমিটি ইতিমধ্যে তাদের রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। মন্ত্রণালয় তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন করে বেশ কিছু মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়।

সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় বেশ কিছু মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে চিঠি দিয়েছে। এতে স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি প্রত্যাহারের যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, চালু করা ও স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালার ন্যূনতম শর্তপূরণে ব্যর্থতা, মাদ্রাসার তহবিলে নির্ধারিত অঙ্কের টাকা না থাকা, প্রতি শ্রেণীতে প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্র না থাকা, লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বই না থাকা ইত্যাদি।

মন্ত্রণালয়ের এ পদক্ষেপের ফলে অভিযুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা এ সম্পর্কিত চিঠি দেয়ার তারিখ থেকে তাদের বেতন-ভাতার সরকারি অনুদানের অংশ পাবেন না। তবে এ ব্যবস্থা সাময়িক। এর মধ্যে যদি অভিযুক্ত মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয় তাহলে তারা আগের নিয়মে অনুদান পাবেন। এমনকি যতোদিন অনুদান বন্ধ থাকবে তাও বকেয়া হিসেবে পাবেন। কারণ মন্ত্রণালয়ের ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে স্বীকৃতি ও অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারবে। এরপর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সরেজমিনে ওই মাদ্রাসা পরিদর্শন করে এ ব্যাপারে সুপারিশ করবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র উদাহরণ দিয়ে বলেন, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের রহমানিয়া হামিদিয়া ফাজিল মাদ্রাসার আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) এবং ফাজিল (স্নাতক) স্তরে প্রয়োজনীয় ছাত্র না থাকার কারণে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে ওই দুটি স্তরের জন্য এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি অনুদান পাবেন না। তবে ওই মাদ্রাসার দাখিল স্তর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা যথারীতি সকল সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন। পরে যদি আবার ওই মাদ্রাসার আলিম ও ফাজিল স্তরের স্বীকৃতি দেয়া হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা যতোদিন অনুদান বন্ধ ছিল ততোদিনের বকেয়াসহ আগের নিয়মে সরকারি সুবিধা পাবেন।

এদিকে একই ধরনের অভিযোগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গত এপ্রিল মাস থেকে এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক স্কুলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল এবং এসব স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত শিক্ষকদের সংগঠনসহ কোনো রাজনৈতিক দল কোনো প্রতিবাদ করেনি।

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ মহলটি ধর্মীয় অনুভূতিকে সামনে এনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করতে যাচ্ছে' বলে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হচ্ছে বলে প্রতিদিন সমাবেশ, মিছিল করছে। বক্তৃতা, বিবৃতি দিচ্ছে। যাতে মাদ্রাসার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া না যায়। এমনকি এ ব্যাপারে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়াও বিবৃতি দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে 'মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের পাঁয়তারা' করার অভিযোগ এনেছেন। সংশ্লিষ্ট মহলটি অতীতেও বিভিন্ন সময়ে একই রকম প্রচারণা চালিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক সংসদে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ নয় বরং এর উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা নিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের সূত্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের মানে এই নয় যে, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার দুর্নীতির বিরুদ্ধেও কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না।